70282 - যারা হাজী নন তাদরে জন্য আরাফার দনি দুআ করার কি কোন ফযলিত আছ?

প্রশ্ন

যারা হাজী নন আরাফার দনিে তাদরে দোয়াও কি কবুল হওয়ার সম্ভাবনাময়?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আয়শো (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: নশ্চিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "আরাফার দনিরে চয়েে উত্তম এমন কোন দনি নইে যইে দনি আল্লাহ সবচয়েে বশেি বান্দাকে জাহান্নামরে আগুন থকেে মুক্তি দনে; নশ্চিয় তনিি নকিটবর্তী হন; অতঃপর আরাফাবাসীকে নয়িে ফরেশেতাদরে কাছে গৌরব করে বলনে: এরা কি চায়?"[সহহি মুসলমি (১৩৪৮)]

আব্দুল্লাহ বনি আমর বনি আস (রাঃ) থকেে বর্ণতি য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "সর্বোত্তম দোয়া হচ্ছ- আরাফার দনিরে দোয়া। আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ সর্বোত্তম য দোয়াটি পাঠ করছেি সটো হচ্ছ- لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير (অর্থ- এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নইে; তাঁর কোন শরীক নইে। রাজত্ব তাঁর জন্য, প্রশংসা তাঁর জন্য, তনিি সর্ববষিয়ে ক্ষমতাবান)।[সুনানে তরিমযিি (৩৫৮৫), আলবানী 'সহহিুত তারগীব' গ্রন্থে (১৫৩৬) হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

মুরসাল সনদে তালহা বনি উবাইদ বনি কুরাইয থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: "সর্বোত্তম দোয়া হচ্ছ- আরাফা দনিরে দোয়া"।[মুয়াত্তা মালকে (৫০০), আলবানী তাঁর 'সহহিুল জামে' গ্রন্থে হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

আরাফার দনিে দোয়া করার ফযলিত কি শুধু আরাফাবাসীর জন্য খাস; নাকি অন্যসব স্থানরে মানুষকওে অন্তর্ভুক্ত করব— এ ব্যাপারে আলমেদরে মতভদে আছ। অগ্রগণ্য মতানুযায়ী, এ ফযলিত আম বা সাধারণ এবং ফযলিতটি হচ্ছে কালকন্দ্রকি। তব, নঃিসন্দহেে য ব্যক্তি আরাফার ময়দানে হাজরি রয়ছেনে তনিি স্থানরে ফযলিত ও কালরে ফযলিত উভয়টি পাচ্ছনে।

আল-বাযি (রহঃ) বলনে:

তাঁর কথা: "সর্বোত্তম দোয়া হচ্ছে- আরাফার দিনের দোয়া"। অর্থাৎ সবচেয়ে বরকতময়, অধিক সওয়াব ও কবুল হওয়ার অধিক উপযুক্ত যিকির। এর দ্বারা শুধু হজ্জপালনকারী উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; কেননা আরাফার দিনে দোয়া করা হজ্জপালনকারীর ব্যাপারে শুদ্ধ হয় এবং বিশেষভাবে হাজীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। সাধারণভাবে এই দিনকে আরাফার দিন বলা হলেও সেটা হাজীদের আমলের কারণেই। আল্লাহই ভাল জানেন।[সমাপ্ত, আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা (১/৩৫৮)]

কোন কোন সলফে সালেহীন থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তাঁরা 'تعريف' (তা'রীফ) করাকে জায়েয মনে করতেন। تعريف (তা'রীফ) হচ্ছে- আরাফার দিনে দোয়া ও যিকির করার জন্য মসজিদে একত্রিত হওয়া। যারা এটি করতেন তাদের মধ্যে রয়েছেন- ইবনে আব্বাস (রাঃ)। ইমাম আহমাদ তা'রীফ করাকে জায়েয বলেছেন। যদিও তিনি নিজে করতেন না।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

কাযী বলেন: "আরাফার দিন সন্ধ্যায় শহরবন্দরে (অর্থাৎ আরাফা ছাড়া অন্যত্র) تعريف (তা'রীফ) পালন করতে কোন বাধা নেই। আল-আসরাম বলেন: আমি আবু আব্দুল্লাহকে অর্থাৎ ইমাম আহমাদকে আরাফার দিন বিভিন্ন শহরের মসজিদে একত্রিত হয়ে تعريف (তা'রীফ) পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেন: "আমি আশা করছি এতে কোন অসুবিধা নেই; একাধিক সলফে সালেহীন এটি করতেন।" আল-আসরাম হাসান থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: সর্বপ্রথম বসরা শহরে যিনি تعريف পালন করেছেন: ইবনে আব্বাস (রাঃ)। ইমাম আহমাদ বলেন: "সর্বপ্রথম যিনি এটি করেছেন তিনি হচ্ছেন- ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আমর বিন হুরাইছ (রাঃ)"।

তিনি আরও বলেন: হাসান, বকর, সাবেত ও মুহাম্মদ বিন ওয়াসে' তাঁরা আরাফার দিন মসজিদে হাজির হতেন। ইমাম আহমাদ বলেন: এতে কোন অসুবিধা নেই। এটা তো দোয়া ও যিকির ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁকে বলা হল: আপনি কি এটা করেন? তিনি বলেন: না; আমি করি না। ইয়াইয়া বিন মায়ী'ন থেকে বর্ণিত আছে যে, আরাফার দিন সন্ধ্যায় সবার সাথে তিনিও হাজির থাকতেন।[সমাপ্ত]

[আল-মুগনী (২১২৯)]

এ আলোচনা প্রমাণ করে যে, তারা মনে করতেন যে, আরাফার দিনের ফযিলত শুধু হাজীদের জন্য খাস নয়। যদিও আরাফার দিন দোয়া ও যিকির পালন করার জন্য মসজিদে একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন কিছু বর্ণিত হয়নি। এ কারণে ইমাম আহমাদ এটি করতেন না। তবে, তিনি এ ব্যাপারে রুখসত বা ছাড় দিতেন; নিষেধ করতেন না। যেহেতু ইবনে আব্বাস, আমর বিন হুরাইছ প্রমুখ সাহাবী এটি করতেন।

আল্লাহই ভাল জাননে।